ইউনিট ২: শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্রমবিকাশ

Chronological Development of Educational Aims and Objectives

ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের উদ্দেশ্যমূখী একটি সচেতন প্রয়াস। শিক্ষা যেহেতু মানুষের সচেতন প্রয়াস সেহেতু যুগে যুগে শিক্ষাও বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়েছে। দেশে দেশে আবির্ভুত চিন্তানায়ক বা দার্শনিকগণ তাঁদের শিক্ষা দর্শনকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কাঠামোর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আদিম যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সেই ধারাটির সঙ্গে সকল শিক্ষানুরাগী বিশেষত শিক্ষকতায় নিযুক্ত সকল ব্যক্তির এ সম্পর্কে সম্যক পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

বর্তমান ইউনিটকে নিম্নবর্ণিত ৩টি পাঠে বিভক্ত করে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্রমবিকাশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ ২.১: প্রাচীন যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পাঠ ২.২: মধ্যযুগে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পাঠ ২.৩: আধুনিক যুগে শিক্ষার লক্ষ্য

পাঠ ২.১: প্রাচীন যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
Aims and Objectives of Ancient Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাচীন যুগে গ্রীক ও রোমের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবৃত করতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

আদিম সমাজে শিক্ষার লক্ষ্য

আদিম সমাজে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষামূলক শিক্ষা মাত্র। তখন শিক্ষা সর্ম্পকে মানুষের সচেতনতার অভাব ছিল। প্রাকৃতিক প্রতিকুল পরিবেশের সাথে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার কৌশল আয়ত্ত করাই ছিল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। সেই সঙ্গে ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে শিখিয়ে যাওয়াও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত হত। জীবনধারণের প্রয়োজনে সমাজ গড়ার পথে মানুষ যতই এগিয়ে গেছে শিক্ষাও ততই বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। এ সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কেও মানুষ ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছে।

গ্রীক দেশে শিক্ষার লক্ষ্য

গ্রীস ছিল প্রাচীন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। নিম্নে গ্রীসের শিক্ষার লক্ষ্যের ক্রমবিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হল:

সোফিষ্টদের শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষায় চরম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ

প্রাচীন গ্রীকদেশে সোফিষ্ট দার্শনিকরা প্রধানত ছিলেন শিক্ষক। অর্থের বিনিময়ে তাঁরা জ্ঞান বিতরণ করতেন। তাঁরা ছিলেন চরম ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাঁদের মতে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করা।

স্পার্টার শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষায় সমাজ ও রাষ্ট্রকে গুরুত্ব প্রদান

নগর রাষ্ট্র স্পার্টার শিক্ষা ছিল সোফিষ্টদের শিক্ষার পুরোপুরি বিপরীত। এখানে ব্যক্তির চাহিদা ও রুচির পরির্বতে সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হত। তাই ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুসারে গড়ে তোলা এবং রাষ্ট্রের অনুগত করে তোলাই ছিল স্পার্টার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ বা মূল্য স্পার্টার শিক্ষা দর্শনে স্বীকৃত ছিল না।

এথেন্সে শিক্ষার লক্ষ্য

সোফিষ্টদের শিক্ষাদর্শনকে এথেন্সে চূড়ান্ত আকার দেয়া হয়। তবে সোফিষ্টদের আদর্শ এথেন্সে অনুসরণ করা হলেও তাঁদের উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে সমর্থন করা হত না। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস এ মতের সমর্থক। তাঁর

মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, 'নিজেকে জানা'। মানুষের আত্মজ্ঞানই হল শিক্ষার লক্ষ্য। সক্রেটিসের শিষ্যদ্বয় প্লেটো ও এরিস্টটল কম বেশী শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে এ মত পোষণ করতেন।

শিক্ষার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের সাথে সমাজ চেতনা

এথেন্সে শিক্ষায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হলেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করা হয়নি। সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধকে বিচার করা হত। মূলত এথেন্সের শিক্ষাদর্শে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ স্বীকারপূবর্ক সমাজচেতনা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়ে এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এথেন্সের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিকে তার রুচি, প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তার অভ্যন্তরস্থ সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণ বিকাশে সহায়তা দান।

রোমে শিক্ষার লক্ষ্য

প্রাচীন রোমানগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রীকদের প্রভাব মুক্ত হতে না পারলেও তাদের শিক্ষাদর্শনের মধ্যে ব্যবহারিক জগতে সাফল্য লাভের প্রতি তীব্র বাসনা লক্ষ্য করা যায়। রোমানগণ ব্যবহারিক জীবনে সমৃদ্ধি লাভকেই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য বলে গণ্য করত। বস্তুতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী রোমানগণ আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করা এবং শিক্ষাকে জীবনমুখী করার ব্যাপারে সবিশেষ সচেষ্ট ছিল।

ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য

আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি এবং আত্মার বন্ধন থেকে মোক্ষলাভ

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি। অর্থাৎ নিজেকে জানা ও সত্যোপলব্ধি করা। আর্য ঋষিরা জাগতিক সুখ ও আনন্দকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করতেন না। সুখ ও দুঃখের অতীত এক উপলব্ধির সন্ধান তাঁরা করেছেন, জানতে চেয়েছেন নিজেদের স্বরূপ। যেহেতু মানুষ স্বরূপতঃ পূর্ণ, কাজেই পূর্ণতা বা পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি, পূর্ণ আনন্দ জীবনাত্মায় নিহিত। শিক্ষার লক্ষ্য সেই পরিপূর্ণতার বিকাশ পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণ আনন্দকে বিকশিত করা। স্বামীজী বলেছেন, পূর্ণতা লাভই হচ্ছে শিক্ষার চরম লক্ষ্য। পূর্ণতা লাভই আত্মার মুক্তি বা মোক্ষ। যেহেতু প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মার বন্ধন থেকে মোক্ষলাভ, তাই এই লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় হল জ্ঞানের অনুশীলন ও বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ।

বৈদিক যুগের পর প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল নির্বাণ লাভ। এই শিক্ষা ছিল গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শে অভিসিঞ্চিত সরল, সহজ ও লোকায়ত। উপনিষদের ঋষি সৎকর্ম ও সুশিক্ষার দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ নির্দেশ দিয়েছেন। আর বৌদ্ধ ধর্মে একেই বলা হয় নির্বাণ লাভ। এককথায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষা হল আত্মবিদ্যা। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মলাভ করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আদিম সমাজে শিক্ষা কী ধরনের ছিল?
   ক. আত্মরক্ষামূলক শিক্ষা
   খ. সমাজসেবামূলক শিক্ষা
   গ. সমাজ উন্নয়নমূলক শিক্ষা
   ঘ. প্রতিবেশী সুলভ শিক্ষা

২. নিচের কোন ব্যক্তি সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন?
   ক. রুশো
   খ. এরিস্টটল
   গ. হার্বার্ট
   ঘ. পেস্তালৎসী

৩. প্রাচীন ভারতে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য কি ছিল?
   ক. জাগতিক সুখ কামনা
   খ. ইহলৌকিক আনন্দ ভোগ
   গ. আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি
   ঘ. জীবনমুখী শিক্ষা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আদিম যুগে শিক্ষার লক্ষ্য কী ছিল?
২. সোফিষ্টদের শিক্ষার লক্ষ্য কী ছিল?
৩. স্পার্টান শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?
৪. সক্রেটিসের শিষ্যদ্বয় কারা?
৫. রোমে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল?
৬. প্রাচীন ভারতের শিক্ষার চরম লক্ষ্য কী ছিল?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাচীন গ্রীক ও ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য বর্ণনা করুন।
২. প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিক্ষার সাথে ভারতীয় শিক্ষার পার্থক্য নিরূপণ করুন।

পাঠ ২.২: মধ্য যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
Aims and Objectives of Medieval Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মধ্য যুগে যাজক সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য বলতে পারবেন।
- মধ্যযুগে ভারতে সুলতানী ও মোগল আমলে এবং নব জাগরণ ও ধর্ম সংস্কারের যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মধ্য যুগে শিক্ষার লক্ষ্য

যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক ধর্ম নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা

প্রাচীন যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম নির্ভর যে উদারনৈতিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল মধ্যযুগে শিক্ষা পুরোপুরি ধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টান ধর্মের আবির্ভাবে জাগতিক শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তে খ্রীষ্টানরা পারলৌকিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলস্বরূপ যীশুখৃষ্টের প্রতিভূ হিসাবে পরিচয়দানকারী যাজক সম্প্রদায় শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে নিজেরা করায়ত্ব করে নেন। এসব অতি গোঁড়া ধর্মোৎসাহী যাজক সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার আদর্শ ছিল- ধর্মানুশাসন। এঁরা ধর্মের অনুশাসনে মানুষকে সামাজিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক- সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। যাজক সম্প্রদায় ঘোষণা করেন, পার্থিব জীবনের পরপারে দিব্য জীবন লাভ করতে গেলে মানুষকে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি দমন করতে হবে। মানসিক অবদমন, সামাজিক অনুশাসন, বৌদ্ধিক পরাধীনতা ও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিকে একান্তভাবে পরাধীন করে রাখে। বস্তুত ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যক্তি সত্ত্বার সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের আর্দশ থেকে অনেক দূরে সরে যায় এবং শিক্ষার লক্ষ্য সীমিত হয়ে পড়ে।

ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য

ভারতে মুসলমানদের আগমনে একদিকে যেমন জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি শিক্ষার আদর্শ, শিক্ষার ধারা, শিখনের বিষয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

ধর্মকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের অভ্যুদয়। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর একত্ব, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও প্রসারই ছিল মুসলমানদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাই ভারতে সুলতানী ও মোগল আমলে আল্লাহর বাণী কোরআন ও রসূলের বাণী হাদিসের জ্ঞান লাভই প্রকৃত শিক্ষা হিসেবে ভারতীয় মুসলিম সমাজে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল। সুলতান ও সম্রাটদের শাসনামলে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য। আর এ শিক্ষা পরিচালিত হত মসজিদ, মক্তব ও মাদ্‌রাসাকে কেন্দ্র করে।

নবজাগরণ ও ধর্ম সংস্কারের যুগে শিক্ষার লক্ষ্য

ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত মানবতাবাদী শিক্ষা

ষোড়শ শতকে ইউরোপে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ফলে মানুষের নবযাত্রা শুরু হয়। সৃষ্টি হয় নবজাগরণ আন্দোলন। এই নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষের সার্বিক মুক্তি, নতুন শিক্ষাদর্শ, চিন্তার স্বাধীনতা, যুক্তি ও মনের মুক্তি, অনুভূতির স্বভাব ধর্মানুযায়ী প্রকাশ, সর্বোপরি দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে। যাকে বলা

হয় মানবতাবাদ। মানবতাবাদের প্রধান বক্তব্য হল শিক্ষা প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকবে 'মানুষ' অন্য কিছু নয়। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, অভিরুচি ও সম্ভাবনাগুলিই হবে শিক্ষার প্রধান উপাদান। কোন মতেই ধর্মগত বা অতীন্দ্রিয় কোন বিষয়বস্তু শিক্ষার উপাদান হতে পারে না। এই মানবতাবাদী ধারা ব্যক্তি মানুষের বিকাশের চেতনা শিক্ষা চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। পরিপূর্ণ জীবনের যে আদর্শ– গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ধ্রুপদী সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল তার অনুশীলন নতুন ভাবে শুরু হয়। মানবতাবাদীদের মতে ব্যক্তি মানসের অনুভূতিমুলক দিক, সামাজিক প্রভৃতি দিকগুলি বিকাশ লাভের সহায়তাদানই হবে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. খ্রীস্টধর্মের আর্বিভাবে খ্রীস্টানরা কোন জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়?
   ক. জাগতিক জীবন
   খ. পারলৌকিক জীবন
   গ. ভোগবাদী জীবন
   ঘ. বস্তুজাগতিক জীবন

২. ভারতে মুসলমানদের আগমন কিসের ভিত্তিতে হয়?
   ক. রাজ্যকে
   খ. সম্পদকে
   গ. ধর্মকে
   ঘ. নীতিকে

৩. মানবতাবাদী শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রে কী থাকবে?
   ক. ধর্ম
   খ. মানুষ
   গ. শিক্ষা দর্শন
   ঘ. যুক্তি

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মধ্যযুগে যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষার আদর্শ কী ছিল?
২. নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে শিক্ষায় কী পরিবর্তন আসে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মধ্যযুগ ও ধর্ম সংস্কারের যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।
২. ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত মানবতাবাদী শিক্ষার বর্ণনা করুন।

পাঠ ২.৩: আধুনিক যুগে শিক্ষার লক্ষ্য
Amis and Objectives of Modern Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আধুনিক যুগে শিক্ষার লক্ষ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষা দার্শনিকগণের মতামত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আধুনিক যুগে শিক্ষার লক্ষ্য

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে গুরুত্ব প্রদান

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রুশো (১৭১২-১৭৭৮), জন হেনরি পেস্তালৎসী (১৭৪৬-১৮২৭), জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট (১৭৭৬-১৮৫১) প্রভৃতি যুগান্তকারী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের আর্বিভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কাঠামোর বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। মধ্যযুগে নানা সামাজিক দূর্নীতি ও চিন্তার দৈন্য শিক্ষাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। এ সময়ে শিশু ছিল শিক্ষা জগতে অবেহেলিত। শিক্ষারাজ্যে শিশুর পছন্দ, অনুরাগ, শক্তি, সামর্থ্য, প্রবণতা, আগ্রহ প্রভৃতি ছিল সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত। এসবের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করলেন ফরাসী দার্শনিক রুশো। তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুকে অবহেলা করা চলবে না। পূর্ব পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুকে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। শিক্ষা গড়ে তুলতে হবে শিশুর প্রয়োজন অনুসারে- অর্থাৎ শিশু শিক্ষাকে অনুসরণ করবে না, শিক্ষাই শিশুকে অনুসরণ করবে। শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে স্বাভাবিক বিকাশের সকল সুযোগ দিতে হবে। সকল কৃত্রিমতা পরিহার করে স্বাভাবিক পরিবেশে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী শিশুর শক্তি সামর্থের পূর্ণ স্বাভাবিক বিকাশই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি

শিক্ষায় এ সময়ে ব্যক্তিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা শুরু হল। সমাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের আর্বিভাব হল; গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলতে লাগল। রুশোর ভাবশিষ্য পেস্তালৎসী শিক্ষাকে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। তাঁর মতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিশুর মানসিক, শারীরিক ও স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সহায়তাদান অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে সহজাত সম্ভাবনাগুলি সুপ্ত অবস্থায় আছে তা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সাধনে সচেষ্ট থাকা। জার্মান দার্শনিক জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট ঘোষণা করেন যে নৈতিক চরিত্র গঠনই শিক্ষার লক্ষ্য। দার্শনিক ফ্রোয়েবলের (১৭৮২ - ১৮৫২) মতে শিশুর ভবিষ্যৎ যা হবে তা শিশুর মধ্যে প্রথম হতেই নিহিত থাকে এবং শিশু তার ভবিষ্যৎ পরিণতিতে পৌঁছায় ভিতর হতে এই বহিমুখী ক্রমবিকাশের মাধ্যমে। এক কথায় যা ভিতরে ছিল অবিকশিত অবস্থায় তা ধীরে ধীরে বাইরে উন্মেষিত বা বিকশিত হয়ে উঠে। তাই তিনি বলেন শিশুর শক্তি সম্ভাবনার ক্রম- উন্মেষই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রগতি ও বিকাশ ঘটে। বৃটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০ - ১৯০৩) সেই বৈজ্ঞানিক ধারাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাইলেন। তিনি জীবনের প্রয়োজন সাধনকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে নির্দেশ করেছেন। কোন বিষয় শিক্ষণীয়, কোন বিষয়ের কি মূল্য, তা প্রয়োজনের মাপকাঠিতে স্থির হবে। যা ব্যক্তির জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারে, তাই শিক্ষা হিসাবে মূল্যবান। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল ভবিষ্যতে পরিপূর্ণজীবন যাপনের প্রস্তুতি (Preparation for complete living)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. রুশো কোন দেশের দার্শনিক?
   ক. ফরাসী দার্শনিক
   খ. জার্মান দার্শনিক
   গ. আমেরিকান দার্শনিক
   ঘ. চৈনিক দার্শনিক

২. রুশোর ভাবশিষ্য কে?
   ক. হার্বার্ট
   খ. পেস্তালৎসী
   গ. ফ্রোয়েবল
   ঘ. অসবেল

উত্তরমালা: ১. ক; ২. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিশু শিক্ষা সম্পর্কে ফরাসী দার্শনিক রুশোর বক্তব্য কী ছিল?
২. পেস্তালৎসীর মতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য কী?
৩. বৃটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার-এর শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কী বলেছেন?